WORLD'S LARGEST LESSON

মোট সময়

৪৫–৬০ মিনিট

বয়ঃসীমা

৮–১৪ বছর

সবাই হতে পার একেকজন গোলরক্ষক!

শিক্ষণীয় বিষয়

- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বা গ্লোবাল গোলসের গোলরক্ষক হওয়ার মানে কী, তা শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে।
- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখতে শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা ও জ্ঞান ইতিমধ্যে রয়েছে তা তারা উপলব্ধি ও চিহ্নিত করবে।
- শিক্ষার্থীরা তাদের মতের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে শিখবে।

পাঠসূত্র

ইন্টারনেট সংযোগ সহযোগে অথবা ব্যতিরেকে এই পাঠ প্রদান করা যেতে পারে।

ইন্টারনেট সংযোগ সহযোগে: গোলকিপার মি অ্যাপে শিক্ষার্থীদের ছবি আপলোড করতে ক্যামেরা অথবা ক্যামেরা ফোন/ল্যাপটপ/আইপ্যাড।

ইন্টারনেট সংযোগ ব্যতিরেকে: কলম, রং, কোলাজ তৈরির উপকরণ, আয়না ও গোলকিপার পোর্ট্রেট কার্যতালিকার পাতা।

পাঠপরিকল্পনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

এই পাঠপরিকল্পনার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যে প্রত্যেকের মধ্যেই গোলরক্ষক হওয়ার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা বিরাজমান। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবার অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সহ প্রত্যেক ব্যক্তির নানাবিধ দক্ষতাকে চিহ্নিত ও তারিফ করবে। ২০১৮ সালের ওইসিডি পিসা মূল্যায়ন কাঠামো বা অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেইমওয়ার্কের একটি প্রধান নির্ণায়কের সাথে এই পাঠপরিকল্পনা সংযুক্ত: সেই নির্ণায়কটি হলো বৈশ্বিক সক্ষমতা (গ্লোবাল কমপিটেন্স) বৈশ্বিক সক্ষমতা বলতে বোঝায় "স্থানীয়, বৈশ্বিক ও আন্তসংস্কৃতিগত ইস্যুসমূহ যাচাই, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্ববীক্ষা বোঝা ও মূল্যায়ন, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে খোলা, যথোপযুক্ত ও কার্যকর মিথস্ক্রিয়া, এবং সামষ্টিক কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করার সামর্থ্য।"
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

শিক্ষকদের জন্য টীকা

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা একটি গোলরক্ষক প্রতিকৃতি বা গোলকিপার পোর্ট্রেট তৈরি করার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের উপর আলোকপাত করবে। কিছু শিক্ষার্থী হয়তো তাদের আলোকচিত্র তুলতে দিতে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। তাই তাদেরকে অন্য কোনো শিক্ষার্থীর অথবা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে কোনো বিখ্যাত গোলরক্ষকের প্রতিকৃতি তৈরি করতে বলা যেতে পারে।

এই পাঠে শিক্ষার্থীদের আলোকচিত্র ইন্টারনেটে আপলোড করার ব্যাপার আছে। এটি আপনার বিদ্যালয়ের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর গোলকিপার অ্যাপের শর্তাবলী পড়ে দেখুন: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/06/goalkeeper-privacy1-1.pdf

কৃতজ্ঞতা

যাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ **ক্রিস গ্যাডবুরি**, টুইটার: @chrisgadbury www.magicstorybooks.com,
মেমরি বান্দা: https://memorybanda.blogspot.com/
এনদুবিসি উচিয়া ও হায়েল ওয়ারটেমবার্গ: https://wordonthecurb.co.uk/

ধাপ ১: পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা

৫ মিনিট

টীকা: এই পাঠে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একপ্রকার অবগত।
শিক্ষার্থীদের কাছে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা পরিচিত করানোর অ্যানিমেশন ছবি ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট লেসন পার্ট ১-এর লিংক পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়: https://vimeo.com/138068656

শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক জ্ঞানের দ্রুত পুনরাবৃত্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করুন। থিংক-পেয়ার-শেয়ার শিক্ষণ কৌশল অথবা পুরো ক্লাসের কর্মকাণ্ড হিসেবে এটা করা যেতে পারে: *বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা কী কী লক্ষ্য পূরণ করতে চায়? এগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ? মোট লক্ষ্য সংখ্যা কত?*

ধাপ ২: ইতিমধ্যে যারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করছে তাদের চিহ্নিতকরণ

১০ মিনিট

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন: *বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দায়দায়িত্ব কার?*
সম্ভাব্য ইঙ্গিত: সরকার, এনজিও/চ্যারিটি, জাতিসংঘ, ব্যবসায়, বিদ্যালয়, শিশু, বয়ঃপ্রাপ্ত — সবাই!

তারপর প্রশ্ন করুন: *বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যুবাদের কি কোনো দায়দায়িত্ব রয়েছে? বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে যুবারা কি বড় প্রভাব ফেলতে সক্ষম?*

ভিন্ন ভিন্ন কতগুলো জবাব ও মতামত নিয়ে আলোচনা করুন এবং ব্যাখ্যা করুন যে অতি অল্প বয়স থেকেই শিশু ও যুবারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সাধারণ যুবারা কী ধরণের সক্রিয়তা দেখাচ্ছে তার উদাহরণ দেখতে ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট লেসন পার্ট ২ অ্যানিমেশনটি দেখুন (https://vimeo.com/182001507)। এবং/অথবা শিক্ষার্থীদেরকে আপনি ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট লেসন ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপ থেকেও উদাহরণ দেখাতে পারেন। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য সাধারণ যুবারা কী ধরণের সক্রিয়তা দেখাচ্ছে সেদিকে নজর দিন।

বুঝিয়ে বলুন যে, এসব লোকদেরকে ***গোলরক্ষক*** বলে অভিহিত করা যেতে পারে, কেননা তারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বা গ্লোবাল গোলস-এর জন্য দাঁড়াচ্ছে এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এইসব সাধারণ মানুষ তাদের বিদ্যালয়, বাসস্থান, সমাজ ও দেশকে সবার বসবাসের জন্য আরেকটু ভাল করতে যত্নশীল। আর ভবিষ্যতের জন্য এগুলোর সুরক্ষার ব্যাপারেও তারা যত্নবান। দুনিয়াকে অধিকতর ন্যায্য ও আরো ন্যায়সঙ্গত করে তুলার প্রয়াসে তারা তাদের সক্রিয়তাকে কোনো একটি বৈশ্বিক লক্ষ্যের সাথে যুক্ত করার জন্য এই লক্ষ্যমাত্রাকে কাজে লাগায়। সারা দুনিয়ার কয়েকজন যুবা গোলরক্ষকদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা **পরিশিষ্ট ১** থেকে আরো জানতে পারবে।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

ধাপ ৩: লোকজনের দক্ষতাকে বৈশ্বিক লক্ষমাত্রার সাথে সংযুক্ত করা

১৫ মিনিট

টীকা: নিম্নলিখিত কার্যক্রমে কোনো ঠিক বা ভুল উত্তর নাই। এই কার্যক্রম এমনভাবে প্রণীত যাতে খোলা প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা উস্কে দেওয়া যায়। এসব প্রশ্ন এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণা ও মতের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে বাধ্য হয়।

গোলরক্ষক মেমরি বান্দার উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনান/দেখান (লক্ষ্য ৫ অর্জনের জন্য মেমরির অনবদ্য কাজ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন **পরিশিষ্ট ১**)।

*"গোলরক্ষক হতে হলে কারো অতিমানবিক শক্তি থাকতে হয় না, **প্রত্যেকেই**গোলরক্ষক হতে পারে, কেবলমাত্র কোনো একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য বেছে নিয়ে সেই ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হলেই চলে।"*

পুরো ক্লাস সম্পৃক্ত করে এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে আলোচনা হোক —*শিক্ষার্থীরা কি উদ্ধৃতির সাথে একমত?* বুঝিয়ে বলুন যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রত্যেকের নানা দক্ষতা ও জ্ঞান রয়েছে। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সেসব দক্ষতা ও জ্ঞান শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজে লাগবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন গোলরক্ষক যখন কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য দাঁড়ান এবং সক্রিয় হোন, তখন বাধাবিপত্তি ও হতাশা এলেও ইতিবাচক, আশাবাদী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকেন যে লক্ষ্য অর্জিত হবেই!

'বিভিন্ন বৈশ্বিক লক্ষ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন' শীর্ষক কার্যতালিকার পাতা দেখান (**পরিশিষ্ট ২**). প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী ধরণের দক্ষতা থাকা দরকার হতে পারে তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম। **পরিশিষ্ট ৩** এ প্রস্তাবিত ১৫টি সবুজ শব্দ প্রদর্শন করুন (আপনার বিদ্যালয়ের পরিবেশ বিবেচনায় এই তালিকা সম্পাদনার আগ্রহ আপনার থাকতে পারে)। শুরু করার জন্য একটা শব্দ বেছে নিন, যেমন সৃষ্টিশীল। কার্যতালিকা পাতার মাঝখানের প্রথম লাল আয়তক্ষেত্রে শব্দটি লিখুন।

তারপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন —*বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সৃষ্টিশীলতার এই দক্ষতাটি কীভাবে অবদান রাখতে পারে? কোন লক্ষ্য বা লক্ষ্যমালার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে?* শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মতামত ও অবস্থানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে উৎসাহিত করুন। শ্রেণীকক্ষ থেকে কতগুলো প্রস্তাবনা গ্রহণ করে সৃষ্টিশীল শব্দটি থেকে বাছাইকৃত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সংযোগ দাগ টেনে টেনে সংযুক্ত করে দিন।

এরপর শিক্ষার্থীরা লক্ষ্যমালা অর্জনে তাদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ অপরাপর দক্ষতাসমূহ **পরিশিষ্ট ৩** -এর তালিকা থেকে বেছে নিয়ে সেগুলো যে যে লক্ষ্যের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে বলে তারা মনে করে সেসবের সাথে সংযুক্ত করে বাকি কার্যতালিকা পূরণ করতে পারবে।

এই কার্যক্রম চলাকালে পুরো শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝেমাঝে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করুন কোন কোন দক্ষতাকে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কোনো বিশেষ লক্ষ্যের জন্য কেন তারা কোনো দক্ষতা বাছাই করেছে তাও শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।

টীকা: এখানে কোনো ঠিক বা ভুল উত্তরের সুযোগ নাই। কেননা তারা কী মনে করে শুধু তাই জানতে চাওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু দক্ষতা সবগুলো লক্ষ্যের জন্যও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ: শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন *বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য নানা রকম মানুষের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা, আগ্রহ ও জ্ঞান থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?* দুনিয়াতে সমস্যাগুলো যেমন ব্যাপক ও ভিন্ন প্রকারের, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে একক কোনো সমাধান পাওয়া যায় না।

ধাপ ৪: নিজ নিজ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন

১০ মিনিট

এই ধাপে এসে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ দক্ষতা চিহ্নিত করবে। নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর জবাব দেওয়ার জন্য ভাবতে শিক্ষার্থীদের কিছুটা সময় দিন। ভাবনার খোরাক পেতে তারা কোনো সঙ্গীর সাথে শলাপরামর্শ করতে চাইতে পারে।

১. *তোমার মধ্যে এমন কী আছে যা তোমাকে অনন্য করেছে?*
২. *তোমার মধ্যে কোন দিকের উপস্থিতির ফলে মনে হয় গোলরক্ষক হওয়ার সামর্থ্য তোমার আছে?*
৩. *তোমার মধ্যে কোন কোন দক্ষতা বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যেগুলোর আরো বিকাশ ঘটিয়ে তুমি একজন গোলরক্ষক হয়ে উঠতে পার?*
৪. *বড় হয়ে তুমি কেমন মানুষ হতে চাও?*

শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে চিন্তা করতে এবং যত বেশি সম্ভব শব্দ বেছে নিতে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে এটা স্পষ্ট করা দরকার যে শারীরিক হাবভাবের উপর ভিত্তি করে তারা শব্দগুলো বেছে নিবে না, বরং সেগুলোই বেছে নিবে যা তাদের বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিচয়বাহী। ইঙ্গিতস্বরূপ আপনি **পরিশিষ্ট ৩-এ** উল্লেখিত শব্দমালার সহায় নিতে পারেন।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

ধাপ ৫: গোলকিপার পোর্ট্রেট তৈরি করা

১০ মিনিট

তারপর গোলকিপার মি অ্যাপটি দেখান। বুঝিয়ে বলুন যে, শিক্ষার্থীদের এমন তিনটা শব্দ বাছাই করতে হবে যেগুলো বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে তাদের সক্রিয়তার সময়ে তাদের সবচেয়ে উপকারে আসবে বলে তারা মনে করে। এই সুযোগে বুঝিয়ে বলুন যে, প্রতিটি মানুষ ভিন্ন রকমের তা স্বীকার করা আর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকাটা দরকারি। গোলরক্ষকের প্রতিকৃতির কিছু নমুনা দেখাতে পারেন: http://perfectdaylondon.com/projects/goalkeepers/

শিক্ষার্থীরা নিজেদের একটি ছবি গোলকিপার অ্যাপ ওয়েবসাইটে আপলোড করে, তাদের প্রতিকৃতি রং ও শব্দের মাধ্যমে পারসোনালাইজ করতে পারে। (সম্পূর্ণ নির্দেশিকার জন্য দেখুন **পরিশিষ্ট** ৪)।

আরো বেশি মানুষ যাতে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য শিক্ষার্থীরা তাদের গোলরক্ষক প্রতিকৃতি কী কী ভাবে কাজে লাগিয়ে সহায়তা করতে পারে, তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন। ২০১৭ সালে নিউইয়র্কে প্রথম গোলরক্ষকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান আগের গোলরক্ষক প্রতিকৃতিগুলো ব্যবহার করে কীভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তার উদাহরণ শিক্ষার্থীদের দেখান। *শিক্ষার্থীরা কি তাদের নিজস্ব গোলরক্ষক প্রচারাভিযান সৃষ্টি করতে পারবে?*

বিকল্প: ক্যামেরা ফোন/ক্যামেরা সহজলভ্য না হলে আয়নার ব্যবস্থা করুন এবং শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন তাদের নিজেদের ছবি আঁকে/রং করে অথবা কোলাজ তৈরি করে। সেই ছবি কাজে লাগিয়ে এবং তিনটা প্রাসঙ্গিক শব্দ বেছে নিয়ে তারা তখন একটি গোলরক্ষক প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারবে। (দেখুন পরিশিষ্ট ৫-এ গোলকিপার পোর্ট্রেট টেমপ্লেইট). গোলরক্ষক প্রতিকৃতিগুলোকে তখন কোনো শ্রেণীকক্ষ অথবা বিদ্যালয় প্রদর্শনী আকারে দেখানো যেতে পারে। আর কোথায় দেখানো যেতে পারে তা নিয়ে শিক্ষার্থীর ভাবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন। *তাদের গোলরক্ষক প্রতিকৃতিগুলো কোথায় প্রদর্শিত হলে আরো বেশি মানুষকে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে অবহিত করা সহজ হবে?*

ধাপ ৬: তুমি প্রস্তুত — এখন তাহলে প্রথম সক্রিয়তা দেখাও!

১০ মিনিট

গোলরক্ষক হয়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা ও জ্ঞান ইতিমধ্যে রয়েছে তা একবার শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করলেতখন তারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সক্রিয় হতে প্রস্তুত! শ্রেণীকক্ষে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করুন:

- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য আজই তুমি কী কাজ শুরু করতে পার?
- পুরো শ্রেণী মিলে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য তোমরা কী করতে চাও?
- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে তোমাদের কী কী প্রশ্ন আছে?

আজই কীভাবে শুরু করতে পার সে ব্যাপারে অনুপ্রেরণার জন্য ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট লেসন পার্ট ৩ অ্যানিমেশনটি দেখ https://vimeo.com/267433877!

তোমাদের গোলরক্ষক প্রতিকৃতিগুলো অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে শেয়ার কর! তোমার শিক্ষা আমাদের ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপের সাথে যুক্ত করে হাজার হাজার যুবা গোলরক্ষকদের সাথে সামিল হও। আমাদেরকে টুইট করতে পার @TheWorldsLesson, ফেইসবুকে দিতে পার @TheWorldsLargestLesson, ইন্সটাগ্রামে @TheWorldsLesson অথবা ইমেইল করতে পার এই ঠিকানায়lesson@project-everyone.org

সম্প্রসারন কার্যক্রম:

- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার উপর কীভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে সে ব্যাপারে অনুপ্রেরণার জন্য ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট লেসন ওয়েবসাইটে http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn থাকা আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাকশন ট্যাবটি শিক্ষার্থীদের দেখান।
- স্থানীয় সমাজ বা কমিউনিটিতে পরিবর্তন আনয়নে সহায়তার জন্য একটি কমিউনিটি অ্যাকশন প্রজেক্ট তৈরি করুন: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/student-led-change-projects/
- অতীতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি দেখুন (ভিমিও লিংক https://vimeo.com/268764152, ইউটিউব লিংক https://www.youtube.com/watch?v=lf4jpEhRubs&feature=youtu.be) - *লক্ষনীয় যে, এই চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় লভ্য)*। শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করুন: *ভিডিওতে দেখানো মানুষগুলো আজও বেঁচে থাকলে তারা কি গোলরক্ষক হতো? কোন কোন লক্ষ্যের জন্য তারা দাঁড়াতো বলে মনে কর? এসব মানুষের কোন দিকটির জন্য মনে হয় তারা গোলরক্ষক? যেসব অনবদ্য কীর্তি তারা গড়েছেন তা অর্জন করতে গিয়ে কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের দেখাতে হয়েছে?* এটা বাসার কাজ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে কিংবা বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর কোনো ইতিহাস প্রকল্পের সূচনা হিসেবে কাজ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের নিজ দেশের আরো এমন কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে গবেষণা করতে বলুন যাদেরকে গোলরক্ষক বলে অবিহিত করা উচিত বলে তারা মনে করে। তাদেরকে কেন গোলরক্ষক বলা উচিত তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে একটু ছোট লেখা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের বলুন। *এসব ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখতে পারে? আপনার বিদ্যালয়ে তাদেরকে কথা বলতে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে? কিংবা তারা কি যুবাদেরকে সক্রিয় হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করতে পারে?*
- যে কেউই গোলরক্ষক প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারে! বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার মর্মকথা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন তারা যাতে এটা তাদের পিতামাতা, পরিবার ও বন্ধুপরিজনের সাথে শেয়ার করে।
- গোলরক্ষকদের বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের (https://www.globalgoals.org/goalkeepers) ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর ও গবেষণা করতে বলুন। *পূর্ববর্তী বছরে অতিথি ও অংশগ্রহণকারী কারা ছিল? লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তারা পদক্ষেপ নিয়েছিল? বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই ধরনের উদযাপনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন কেন গুরুত্বপূর্ণ?*

পরিশিষ্ট ১: সারা দুনিয়া থেকে নেওয়া কতিপয় নবীন গোলরক্ষকের উদাহরণ

মেমরি বান্দা
মালাওয়ির অধিবাসী

বাল্যবিবাহ অবসানের জন্য মেমরি অক্লান্তভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেমরি অল্পবয়সে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আর তারপর গ্রামপ্রধানদের সম্পৃক্ত করে এমন উপবিধি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন যা অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহ ঠেকাতে সহায়ক। তার কাজের ফলে কর্তৃপক্ষ মালাওয়িতে বিয়ের আইনগত বয়স ১৮ বছরে উন্নীত করেছে।

মেমরির কাজ সম্পর্কে আরো জানতে ক্লিক করুন এখানে.

১. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার অনুপ্রেরণা কী?

আসলে, বিশেষত মেয়েদের জন্য পৃথিবীর অন্যতম গরিব এক দেশে বেড়ে উঠা সহজ নয়। আমরা বেড়ে উঠি এমন পরিবেশে যেখানে বাছাইয়ের সুযোগ অতি নগন্য অথবা একেবারেই নাই, আর জীবনে সুযোগও কম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, মানুষের যে মৌলিক মানবাধিকার আছে যার সুরক্ষা করা দরকার তা না জেনেই তারা বেড়ে উঠে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো যখন দেখলাম আমার সাথের অল্পবয়সী মেয়েরা তাদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা জীবনে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে তা নিয়েও নিজের জন্য সরব হচ্ছে না। শিক্ষা অন্যতম মানবাধিকার, অথচ বেশিরভাগ মেয়েরা তা পায় না। যখন দেখলাম আমার নিজের পরিবারে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এবং আমার সমাজে বাল্যবিবাহ ঘটছে, তা তখন এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাল্যবিবাহ একটি অন্যতম বিধ্বংসী ঐতিহ্য, যা বিপুল সংখ্যক মেয়ের জীবনে প্রভাব ফেলছে, যারা অন্যথায় উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারতো। আমার মনে হলো মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সমসুযোগ দেওয়ার এখনই সময়।

২. কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা কী?

কাজ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমাকে প্রেরণা জোগায় যে অগ্রগতি আমরা ঘটাচ্ছি তা। মেয়েরা তাদের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। মেয়েরা নিজেদের জন্য দাঁড়াচ্ছে আর তা আমাদের সমাজকে বদলে দিচ্ছে। তারা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে, হয়ে উঠছে পরিবর্তনের পথিকৃত। তারা নিজেদের অধিকারের জন্য দাঁড়াচ্ছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে লিঙ্গীয় সমতা (লক্ষ্য ৫) অর্জনযোগ্য লক্ষ্য।

৩. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য যুবারা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয়?

প্রতিটি লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতার দ্বারা যুবারা মূলত প্রভাবিত হয়। সুতরাং দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তের কোনো কর্মকাণ্ড যদি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে তাতে যুবাদের সম্পৃক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যুবাদের ছাড়া বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সার্বিক বৃহদার্থক উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে। সবকিছুতে যুবাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে যাতে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ভিত গড়ে দিতে পারি।

৪. গোলরক্ষক হওয়ার অর্থ আপনার কাছে কী?

গোলরক্ষক হওয়ার মানে কোনো সামাজিক সমস্যা দেখতে পারা এবং কী করতে হবে তা জানা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া, আর ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করা এবং নিজে বিশ্বাস করা যে পরিবর্তন আসবেই। আর গোলরক্ষক হতে হলে কারো অতিমানবিক শক্তি থাকতে হয় না, প্রত্যেকেই গোলরক্ষক হতে পারে, কেবলমাত্র কোনো একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য বেছে নিয়ে সেই ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হলেই চলে। প্রচণ্ড আবেগ, ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যম থাকলে পরিবর্তন আসে।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

পরিশিষ্ট ১: সারা দুনিয়া থেকে নেওয়া কতিপয় নবীন গোলরক্ষকের উদাহরণ

এনদুবিসি উচিয়া ও হায়েল ওয়ারটেমবার্গ, যুক্তরাজ্যের অধিবাসী

এনদু ও হায়েল মিলে প্রতিষ্ঠা করেনওয়ার্ড অন দ্য কার্ব নামের একটি সাংস্কৃতিক অন্তর্দৃষ্টি সংস্থা যা যুবাদের গল্প, পরিচয় ও সংস্কৃতি বোঝার জন্য নিবেদিত। দুনিয়াব্যাপী নানা জনগোষ্ঠীর মানুষের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ও গৎবাধা ধারণাসমূহ যাচাই করে দেখতে চান এনদু ও হায়েল। আর একাজে ওয়ার্ড অন দ্য কার্বকে একট হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এই মঞ্চটির মাধ্যমে মানুষেরা তাদের গল্প অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে আবার অন্যের গল্প শুনতে পারে। অন্যদিকে তারা অন্তর্দৃষ্টি ও ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে যুবা সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ব্রান্ড ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি জায়গা করে দিতে সহায়তা করছেন। সেই সাথে সৃষ্টিশীলতার জগত থেকে জানা ও সেখানে নেটওয়ার্ক তৈরিতে যুবাদের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন।

১. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের অনুপ্রেরণা কী?

আমরা দুজনই সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্রপূর্ণ লন্ডন নগরে বেড়ে উঠার সুযোগ পাই। যখন আমরা ম্যানচেষ্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই, দ্রুতই আমরা বুঝতে পারি এই বেড়ে উঠা সত্ত্বেও তখনও আমাদের দুনিয়া সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অনেকটাই সংকীর্ণ। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পরিচয় যা মিলে সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ দুনিয়া তাদের সম্পর্ক অল্পই জানি। আমরা অনুভব করলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশেপাশের নানা রকম মানুষের গল্প অন্বেষণের একটা মঞ্চ তৈরির সুযোগ আছে, আর যখন আমরা পাশ করে বের হলাম তখন এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যানচেষ্টারের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে চাইলাম। প্রকাশ্য ও গোপন নানা ধরণের বৈষম্য নিজেরা দেখে দেখে আমরা জেনেছি ভিন্ন সংস্কৃতিকে না বুঝতে পারার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে এবং এখন যে কোনো সময়ের থেকে বেশি করে আমরা চাই এসব মানসিকতার প্রশমন।

২. কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা কী?

ভিডিওর ব্যবহারের ফলে আমরা বৈশ্বিকমাত্রায় মানুষকে প্রভাবিত করতে পেরেছি। আমাদের তৈরি ভিডিও বিশ্বের চার কোণা থেকেই দেখা ও শেয়ার হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলি আমাদের তৈরি এক ভিডিওর কথা। হোয়াট আই ওয়াজন্ট টট ইন স্কুল নামের ভিডিওটি ভাইরাল হয়। এই ভিডিওতে দেখা যায় বিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস পড়ানোর বিষয়ে এক কলেজ শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ করছে। এই ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ৪০ মিলিয়ন বারের বেশি দেখা হয়েছে। আমরা লেসোথো থেকে লুইজিয়ানা পর্যন্ত নানা জায়গা থেকে এখনও ইমেইল পাই, যেখানে এই ভিডিওর ফলে ব্যক্তি, বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা তারা জানায়। আমাদের দুজনেরই নাইজেরিয়া ও ঘানায় পরিবারের সদস্য আছে। সেখান থেকে তারা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে এই ভিডিও পাঠিয়েছে না জেনে যে আমরাই এই ভিডিও তৈরি করেছি! এমন প্রতিক্রিয়া আমাদের কাজ অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য যুবারা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয়?

যেকোনো সময়ের থেকে এখন দুনিয়াতে যুবাদের সংখ্যা বেশি (১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ২০০ কোটি)। এর মানে হলো, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখাটাই চলবে না, বরং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যাত্রাপথে এটা পূর্বশর্ত হওয়া উচিত। যুবারা প্রায়শই নতুন প্রবণতা সামনে আনে, আমাদের পিতামাতাদের আগে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেইসবুক পেয়েছি, আমরা তাদের শিখিয়েছি কী করে এগুলোর ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং, বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে যুবাদের সম্পৃক্ত করার প্রভাব হবে সুদুরপ্রসারী।

৪. গোলরক্ষক হওয়ার অর্থ আপনার কাছে কী?

গোলরক্ষক হওয়ার মানে হলো নিত্য সেই বাধ্যবাধকতার কথা মনে করা যে, আমাদেরকে এই সমাজটাকে সহায়তা করতে হবে যাতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে আমরা সবাই একে অপরের সাথে পাশাপাশি একত্রে বসবাস করতে পারি। সমমনা অন্যান্য গোলরক্ষক মিলে যে কমিউনিটি তৈরি হয় তা আমাদের সমন্বিত সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ দেয় আর ফলে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হতে হয় না। এগুলো অর্জনযোগ্য আর এসবই অর্জিত হবে।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by [BE] FEARLESS KIND Hasbro
With thanks to

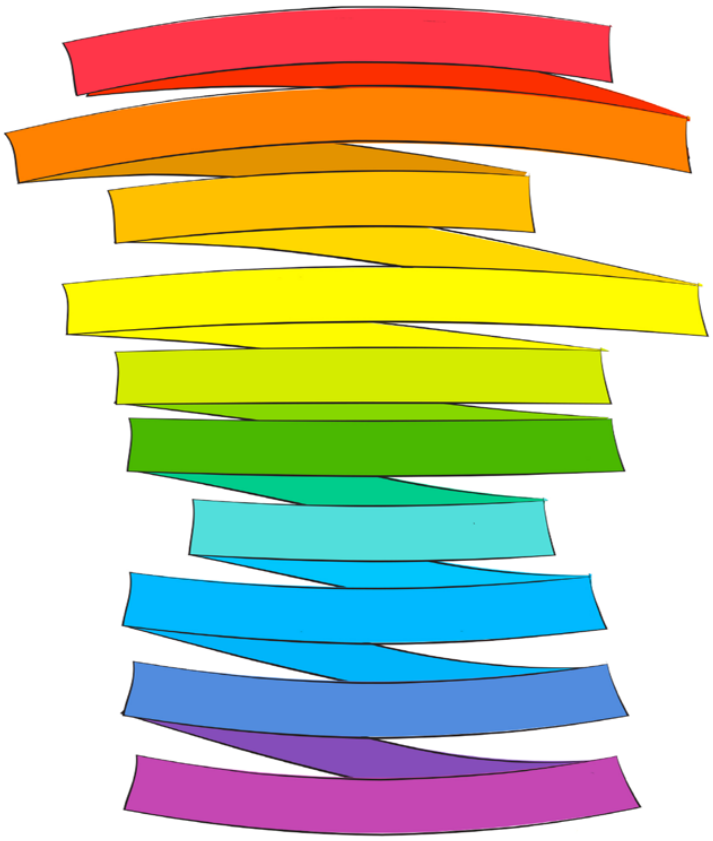

পরিশিষ্ট ৩: গোলকিপার অ্যাপের শব্দতালিকা

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে জানার মাধ্যমে যেসব দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে তা সবুজ রঙের শব্দে বর্ণিত। নীল রঙয়ের শব্দগুলো হলো তাই যেগুলো শিক্ষার্থীরা হয়তো চিহ্নিত করবে, যেমনটা গোলকিপার অ্যাপে আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের গোলরক্ষক প্রতিকৃতির জন্য *যেকোনো তিনটি* শব্দ বেছে নিতে পারবে।

১. সাহসী
২. যত্নবান
৩. সৃষ্টিশীল
৪. অনুসন্ধিৎসু
৫. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
৬. উৎসাহী
৭. খুশি
৮. উপকারী
৯. কল্পনাপ্রবণ
১০. দয়ালু
১১. অনুগামী
১২. প্রাণোচ্ছল
১৩. বলিষ্ঠ
১৪. চিন্তাশীল
১৫. বিশ্বস্ত
১৬. সক্রিয় কর্মী
১৭. অভিযাত্রী
১৮. শিল্পী
১৯. ক্রীড়াবিদ
২০. ভাই
২১. প্রচার অভিযানকারী
২২. পরিবর্তনের পথিকৃৎ
২৩. নকশাকার
২৪. স্বপ্নবাজ
২৫. উদ্যোক্তা
২৬. পরিবেশবাদী
২৭. বন্ধু
২৮. উদ্ভাবক
২৯. নেতা
৩০. গণিতবিদ
৩১. সংগীতকার
৩২. আশাবাদী
৩৩. বিজ্ঞানী
৩৪. বোন
৩৫. আখ্যানকার
৩৬. শিক্ষার্থী
৩৭. স্বপ্নদ্রষ্টা

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS BE KIND
With thanks to

পরিশিষ্ট ৪: গোলকিপার অ্যাপ ব্যবহারের নির্দেশিকা

১. একটি সেলফি নাও অথবা তোমার ছবি তুলে দেওয়ার জন্য কোনো বন্ধুকে বলো। তোমার মুখ যাতে স্পষ্ট দেখা যায় আর মুখে হাসি লেগে থাকে তা নিশ্চিত করো! ছবিটা হতে হবে তোমার মুখের ক্লোজ-আপ, আর তাই এতে তোমার শরীর থাকার দরকার নাই। তোমার ডেস্কটপে এটা সেইভ করে রাখ।

২. গোলকিপার অ্যাপে যাও: http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/

৩. তোমার ছবি আপলোড করতে ক্যামেরা আইকনে ক্লিক কর।

৪. তোমার পোর্ট্রেটগুলোতে মর্জিমাফিক পরিবর্তন আনতে প্রতিটি ইমেজবক্সের উপরভাগে ডান কোণে থাকা আইকনগুলো কাজে লাগাও। এ আইকনে ক্লিক করে তুমি উপযুক্ত শব্দমালা বেছে নিবে, রঙতুলি দিয়ে টেক্সটের রঙ বদলাবে আর অর্ধ-ভরাট বৃত্ত হল যেখানে তোমার আলোকচিত্রের রঙের-আভা বেছে নিবে।

৫. তোমার গোলকিপার পোর্ট্রেট সেইভ করার পূর্বে গোলকিপার অ্যাপের শর্তাবলী পড়ে নেওয়া নিশ্চিত করবে।

৬. তোমার পোর্ট্রেট সেইভ করার ক্ষেত্রে দুটি উপায় আছে: নীল সেইভ বাটনে ক্লিক করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবিটা তোমার কম্পিউটারে ডাউনলোড হবে। অথবা সেইভ টু গ্যালারি বাটনে ক্লিক করলে তোমার গোলকিপার পোর্ট্রেটটা তোমার কম্পিউটারে সেইভ ও ডাউনলোড হওয়ার পাশাপাশি পাবলিক গ্যালারি প্ল্যাটফর্মেও শেয়ার হবে।

৭. তখন অনুগ্রহ করে তোমার গোলকিপার পোর্ট্রেটটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার কর। টুইটার অথবা ইন্সটাগ্রামে ব্যবহার করলে @TheWorldsLesson অথবা ফেইসবুকে @TheWorldsLargestLesson আর সেইসাথে #WorldsLargestLesson ব্যবহার কর অথবা আমাদের কাছে তা ইমেইলে পাঠাও lesson@project-everyone.org ঠিকানায়।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS KIND
With thanks to

আমার গোলকিপার পোর্ট্রেট

WORLD'S LARGEST LESSON

In partnership with unicef

নির্দেশিকা

- কোনো আয়না অথবা আলোকচিত্র ব্যবহার করে তোমার পোর্ট্রেট আঁক অথবা তৈরি কর
- কেন তুমি গোলরক্ষক তা সবচেয়ে ভালভাবে তুলে ধরে এমন তিনটি শব্দ বেছে নাও
- তোমার গোলকিপার পোর্ট্রেট অন্যদের সাথে শেয়ার কর!

গোলকিপার

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
Supported by BE FEARLESS BE KIND
With thanks to